☐ ৪.৪. ব্যাপ্তি ।

তর্কসংগ্রহ ঃ যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ।

অনুবাদ ঃ 'যেখানে ধূম থাকে, সেখানেই বহ্নি থাকে'—এই প্রকার যে ধূমের সঙ্গে বহ্নির সাহচর্য নিয়ম অর্থাৎ সামানাধিকরণে বা একাধিকরণে থাকার নিয়ম, সেই নিয়মই ব্যাপ্তি।

তর্কদীপিকা ঃ ব্যাপ্তের্লক্ষণমাহ—যত্রেতি। 'যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ' ইতি ব্যাপ্তেরভিন্নয় সাহচর্যনিয়মঃ ইতি লক্ষণম্। সাহচর্যং সামানাধিকরণ্যং, তস্য নিয়মঃ, হেতুসমানাধিকরণ ত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ।

৪.৪. **ব্যাখ্যা ঃ** অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অনুমিতির করণ 'পরামর্শে'র লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ' (৪.৩. দেখ) অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিষয়ক যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান তাই পরামর্শ। অনুমিতির করণ পরামর্শ ব্যাপ্তিঘটিত ও পক্ষধর্মতাঘটিত হওয়ার, অনুমিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে তাই জানতে হয়—**'ব্যাপ্তি' বলতে কী বোঝায় এবং 'পক্ষধর্মতা'** বলতে কী বোঝায়। অন্নংভট্ট প্রথমে উদাহরণসহ ব্যাপ্তির লক্ষণ এবং পরে পক্ষধর্মতার লক্ষণ ব্যাখ্যা করেছেন।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ

ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্ধারণে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, 'যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ ইতি সাহচর্যনিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ' অর্থাৎ 'যেখানে ধূম, সেখানেই অগ্নি'—এপ্রকার ধূমের সঙ্গে অগ্নির যে সাহচর্য-নিয়ম, তাই হল ব্যাপ্তি। এখানে 'ধূম' শব্দের দ্বারা অনুমানের 'হেতু' বা 'লিঙ্গকে এবং 'অগ্নি' বা 'বহ্নি' শব্দের দ্বারা অনুমানের 'সাধ্য'কে বোঝানো হয়েছে। তাহলে, 'যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ' কথাটির অর্থ হবে 'যেখানে হেতু, সেখানেই সাধ্য'। হেতু ও সাধ্যের সাহচর্য-নিয়মই হল ব্যাপ্তিঃ। 'সহচর' বলতে বোঝায়, এক সঙ্গে থাকা বা অবস্থান করা। দুটি পদার্থ একসঙ্গে থাকলে তাদের বলা হয় 'সহচর'। 'সহচর' বলতে বোঝায় 'সামানাধিকরণ' বা 'একাধিকরণ'। যারা একই অধিকরণে থাকে তারা সামানাধিকরণ। সহচরের ভাবই হল সাহচর্য। হেতু হল ব্যাপ্য আর সাধ্য হল ব্যাপক। যথা—ধূম ব্যাপ্য, অগ্নি ব্যাপক। ধূম থাকলেই সেখানে বহ্নি থাকে। ধূমও বহ্নির মধ্যে এপ্রকার সহচর-ভাবই হল সাহচর্য-নিয়ম বা ব্যাপ্তি।

প্রত্যেক অনুমিতিতে কোন এক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে অন্য এক বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। যে বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বলে অনুমানের 'পক্ষ' ; পক্ষ সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বলে 'সাধ্য' ; এবং যার ওপর নির্ভর করে বিষয়টি বলা হয় তাকে বলে 'হেতু' বা 'লিঙ্গ'। পর্বতে ধূম দেখে সেখানে অগ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে পর্বত হল পক্ষ, অগ্নি হল সাধ্য এবং ধূম হল হেতু বা লিঙ্গ। পর্বত সম্পর্কে কিছু বলা হয়,তাই পর্বত 'পক্ষ' ; পর্বতে 'অগ্নি আছে' এমন বলা হয়, তাই অগ্নি 'সাধ্য' ; পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে সেখানে অগ্নির অনুমান করা হয়, তাই ধূম 'হেতু', এবং ধূম ও অগ্নির অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের নিয়ত-সহচর ভাব—'যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি', 'যেখানে হেতু সেখানেই সাধ্য', এমন সহচর-ভাবই হল

Scanned with CamScanner

সাহচর্য নিয়ম বা ব্যাপ্তি। সহচর-ভাব বা সাহচর্য হল সামানাধিকরণ বা একাধিকরণ। যাদের অধিকবণ বা আশ্রয় সমান বা একই তারা সামানাধিকরণ বা একাধিকরণ। 'যেখানে ধূম, সেখানেই অগ্নি'-একথার অর্থ হল, যে অধিকরণে ধূম থাকে সেই অধিকরণে অগ্নিও থাকে। ধূম ও অগ্নির মধ্যে তাই সাহচর্য বা সামানাধিকরণ্য আছে। কিন্তু কেবল সাহচর্য বা সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলা যাবে না। ব্যাপ্তি হল সাহচর্য-নিয়ম বা সামানাধিকরণ্যের নিয়ম। এই বিষয়টি অন্নংভট্ট দীপিকাতে ব্যাখ্যা করেছেন।

Scanned with CamScanner